রাজশাহী জেলা সমিতি, ঢাকা

রেজিস্ট্রেশন নং-ঢ ০৩৫৬৫

গঠনতন্ত্র

(সংশোধিত)

প্রতিষ্ঠিত ঃ ১৯৮৯

স্থায়ী কার্যালয়
মেহেরবা প্লাজা
১০ম তলা, রুম নং- জে ৩৩
তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

CS CamScanner

রাজশাহী জেলা সমিতি, ঢাকা

রেজিস্ট্রেশন নং-ঢ ০৩৫৬৫

গঠনতন্ত্র

(সংশোধিত)

প্রতিষ্ঠিত ঃ ১৯৮৯

স্থায়ী কার্যালয়
মেহেরবা প্লাজা
১০ম তলা, রুম নং- জে ৩৩
তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

CamScanner

রাজশাহী জেলা সমিতি, ঢাকা
গঠনতন্ত্র
প্রথম খন্ড

সমিতির নাম ও উদ্দেশ্য।

ধারা নং ১

সমিতির নাম ঃ

রাজশাহী জেলা সমিতি, ঢাকা।

ধারা নং ২

সমিতির প্রধান কার্যালয় ঃ

সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকা শহরে অবস্থিত হবে। তবে, রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই সমিতির শাখা অফিস বৃহত্তর ঢাকা এলাকার যে কোন জেলা সদরে খোলা যাবে।

ধারা নং ৩

সমিতির সংজ্ঞা ঃ

এই সমিতি হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও জন কল্যাণমূলক কাজে নিবেদিত।

ধারা নং ৪

সমিতির নিবন্ধিকরণ ঃ

এই সমিতি বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকৃত হতে হবে।

ধারা নং ৫

সমিতির সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১) রাজশাহী জেলার অধিবাসী যারা বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় বসবাস করেন তাঁদের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান করা ;

২) রাজশাহী জেলার উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে বিদ্যমান ও ভবিষ্যতে যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা ;

৩) রাজশাহী জেলার সমস্যা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ও সেমিনার আয়োজন করা ;

৪) বৃহত্তর ঢাকায় বসবাসকারী রাজশাহী জেলার অধিবাসীদের বিনোদনের জন্য সাহিত্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও বনভোজনের আয়োজন করা ;

৫) রাজশাহী জেলার সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহ ও সাহায্য করা ;

৬) বৃহত্তর ঢাকায় বসবাসকারী রাজশাহী জেলার দরিদ্র পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুতে তাঁর মরদেহের দাফন কাফন/সৎকার করতে সহায়তা করা।

CamScanner

৭) ঢাকাস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজশাহী জেলার ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ও আবাসনে সহায়তা করা;

৮) রাজশাহী জেলার দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা ;

৯) রাজশাহী জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রাপ্তিতে বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্মসংস্থানে সহায়তা করা ;

১০) রাজশাহী জেলার বিশিষ্ট হিতৈষী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করা ;

১১) যে কোন জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী, সমবায় সমিতি বা অনুরূপ ব্যবসা পরিচালনা করা বা পরিচালনায় সাহায্য করা ;

১২) চাঁদা বা অনুদান কিংবা সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নয় এরূপ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দান হিসেবে গ্রহণ এবং পরিচালনা করা ;

১৩) সমিতির সম্প্রসারণ ও বিকাশ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা ;

১৪) কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা-গবেষণায় এবং তথ্য ও প্রযুক্তিতে গৃহীত উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করা ;

১৫) এসিড সন্ত্রাস নির্মূলে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

১৬) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

১৭) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ;

১৮) শিশু ও কিশোর উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করা ;

১৯) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

২০) এইডস প্রতিরোধে সমাজে ব্যাপক ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা ;

২১) রাজশাহীর সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

২২) যৌতুক প্রথা, তালাক এবং শিশু ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ও আইনী সহায়তা প্রদান;

২৩) মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন ও সংশোধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

২৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ;

২৫) বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কম্পিউটার, সেলাই, রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশন, মোটর ড্রাইভিং এবং অন্যান্য কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদান/উৎসাহ দান করা ;

২৬) জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করা ;

২৭) ঢাকায় অবস্থানরত রাজশাহী জেলার অধিবাসীগণের বিভিন্ন সমস্যা প্রতিকারকল্পে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ;

২৮) সকল ধরনের প্রতিবন্ধীর যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সাহায্য দান করা ;

CamScanner

২৯) সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, সমাজ সেবক/পেশাজীবী ও শিল্পীদের নৈপুণ্য অর্জনে উৎসাহ দান করা;

৩০) যৌতুক নিরোধ, বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গঠন এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে জনগণকে উৎসাহ দান করা ;

৩১) রাজশাহী জেলায় চাহিদাভিত্তিক নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা, পুরাতন শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং গ্যাসভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা ও কাঁচামালভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনে উৎসাহ দান করা ;

৩২) মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজশাহী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

৩৩) রাজশাহী জেলার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সুবিধাবঞ্চিত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারকে পুনর্বাসনে সহায়তা করা ;

৩৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃস্থ মানবতার সেবায় অংশগ্রহণ ; এবং

৩৫) অসহায়, দুঃস্থ এবং সুবিধাবঞ্চিত অসুস্থ মানুষের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

দ্বিতীয় খন্ড ঃ

<u>নিয়মাবলী ও বিধানসমুহ</u>

ধারা নং -৬

(১) সদস্যপদ লাভ/সদস্য ভর্তির নিয়মাবলী ঃ

ক. বৃহত্তর ঢাকায় বসবাসকারী রাজশাহী জেলার যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক (১৮ বছর) অধিবাসী সদস্য পদের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ;

খ. সমিতির নিম্নরূপ ৪ (চার) শ্রেণীর সদস্য থাকবে ঃ

(১) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

(২) পৃষ্ঠপোষক

(৩) আজীবন

(৪) সাধারণ।

গ. সমিতির কার্যকরী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত প্রাথমিক ও বার্ষিক/এককালীন চাঁদা পরিশোধপূর্বক সমিতির নির্ধারিত ফরমে সাধারণ/আজীবন/পৃষ্ঠপোষক সদস্যপদের জন্য আবেদনপত্র সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবরে জমা দিতে হবে ;

ঘ. অত্র সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধানসমূহ ও তদাধীনে প্রণীত নিয়মাবলী মেনে চলা এবং সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণ ও মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকা।

(২) <u>সদস্যের শ্রেণী বিন্যাস ঃ</u>

(ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় স্বাক্ষরদাতা ব্যক্তিগণ সকলেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন।

CamScanner

(খ) পৃষ্ঠপোষক সদস্য ঃ

বৃহত্তর ঢাকায় বসবাসকারী রাজশাহী জেলার কোন অধিবাসী কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত অর্থ সমিতির তহবিলে এককালীন চাঁদা প্রদান করে পৃষ্ঠপোষক সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন।

(গ) আজীবন সদস্য ঃ

বৃহত্তর ঢাকায় বসবাসকারী রাজশাহী জেলার কোন অধিবাসী কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত অর্থ সমিতির তহবিলে এককালীন চাঁদা প্রদান করে আজীবন সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন।

(ঘ) সাধারণ সদস্য ঃ

সাধারণ সদস্যের যোগ্যতা ৬ ধারা মোতাবেক নির্ধারিত হবে।

ধারা নং-৭

ক) সাধারণ সদস্যপদ বাতিল ঃ

যে কোন সদস্যের সাধারণ সদস্যপদ নিম্নলিখিত কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে, যদি তিনি ঃ-

১. স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন ;
২. মানসিক ভারসাম্য হারান ;
৩. সমিতির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজ করেন বা তার স্বভাব, আচরণ সমিতির পরিপন্থী হয় অথবা তহবিল তসরুপ বা সম্পদ বিনষ্ট করেন ;
৪. সমিতিতে চাকুরী গ্রহণ করে বেতন বা সম্মানী ভাতা গ্রহণ করেন ;
৫. একাধারে ২ বছর বার্ষিক চাঁদা প্রদান না করেন ;
৬. মৃত্যুবরণ করেন ;
৭. ফৌজদারী মামলায় আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে ; এবং
৮. মিথ্যা তথ্য (তথ্য গোপন করে) পরিবেশনের মাধ্যমে কেউ সদস্য পদ লাভ করলে।

খ) <u>কার্যনির্বাহী কমিটির/উপদেষ্টা কমিটির সদস্যপদ বাতিল ঃ</u>

কার্যনির্বাহী কমিটি কিংবা উপদেষ্টা কমিটির সদস্যপদ নিম্নলিখিত কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে, যদি তিনি ঃ-

১. পর পর তিনটি কার্যনির্বাহী কমিটি/উপদেষ্টা কমিটির সভায় সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন;
২. উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কমিটির কাজে নিস্ক্রিয় থাকেন।

ধারা নং- ৮

<u>পুন: ভর্তি ঃ</u>

কোন সদস্যের সদস্য পদ ৭ক(১), ৭ক(৩) এবং ৭ক(৫) ধারা মোতাবেক বাতিল হওয়ার পর তিনি লিখিতভাবে তার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা অনুতপ্ত হয়ে তার সদস্যপদ নতুনভাবে প্রদানের জন্য আবেদন করলে কার্যনির্বাহী কমিটি তা বিবেচনাপূর্বক মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

CamScanner

ধারা নং- ৯

সদস্যের অধিকার ও সুবিধা ঃ

(ক) সমিতির সকল শ্রেণীর সদস্য সমান অধিকারসম্পন্ন হবেন ;

(খ) নির্বাচনী তফসিল ঘোষিত হবার পূর্বে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে সকল সাধারণ সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ;

(গ) সদস্যগণ সমিতির উন্নয়ন ও বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাহী কমিটিকে লিখিতভাবে যে কোন পরামর্শ দান করতে পারবেন।

ধারা- ১০

কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

১) সমিতির পৃষ্ঠপোষক সদস্য, আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে ;

২) কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির যাবতীয় কার্যের ব্যাপারে সমিতির নিকট সামগ্রিকভাবে দায়ী থাকবে ;

৩) কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকাল ২ (দুই) বছর হবে। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের শপথ গ্রহণের দিনই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং উক্ত দিন হতেই কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকাল গণনা শুরু হবে ;

৪) কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে কাযনির্বাহী কমিটির উপর্যুপরি তিনটি সভায় উপস্থিত হতে না পারলে, তাঁর আসন শূন্য বলে পরিগণিত হবে কিনা সে ব্যাপারে কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং এরূপ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন আসন শূন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটি কো-অপারেশনের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতির পদ শূন্য হলে সহ সভাপতি (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে), সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হলে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের মধ্য হতে (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে), অন্যান্য সম্পাদকের পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটির মধ্য হতে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদ শূন্য হলে যে কোন ধরনের সদস্যের মধ্য হতে পূরণ করতে হবে। কো-অপারেশনের মাধ্যমে মনোনীত সদস্য পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকবেন ;

৬) কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন কর্মকর্তা/সদস্য ব্যক্তিগত কারণে সভাপতির নিকট লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারবেন। পদত্যাগপত্র গ্রহণের ক্ষমতা সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকবে। এরূপ শূন্যপদ ৪ নং শর্ত মোতাবেক কার্যনির্বাহী কমিটি কো-অপারেশনের মাধ্যমে পূরণ করতে পারবে।

ধারা নং- ১১

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

১। সাধারণ কমিটি ;

২। কার্যনির্বাহী কমিটি ;

৩। উপদেষ্টা কমিটি।

CamScanner

১। **সাধারণ কমিটির রূপরেখা ঃ**

এই সমিতির সকল সদস্যের সমন্বয়ে সাধারণ কমিটি গঠিত হবে। সাধারণ কমিটির সদস্য সংখ্যার কোন উর্ধ্বসীমা থাকবে না।

২। **কার্যনির্বাহী কমিটির রূপরেখা ঃ**

কার্যনির্বাহী কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হবে ২৩ জন এবং এই কমিটি নিম্নলিখিত নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হবে ঃ

১.	সভাপতি	- ১ জন
২.	সহ-সভাপতি	- ৩ জন;(১ জন মহিলা)
৩.	সাধারণ সম্পাদক	- ১ জন
৪.	কোষাধ্যক্ষ	- ১ জন
৫.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	- ২ জন
৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	- ১ জন
৭.	দপ্তর সম্পাদক	- ১ জন
৮.	তথ্য প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক	- ১ জন
৯.	সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	- ১ জন
১০.	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	- ১ জন
১১.	শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	- ১ জন
১২.	মুক্তিযুদ্ধ, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	- ১ জন
১৩.	নির্বাহী সদস্য	- ৮ জন
	মোট	= ২৩ জন।

৩) **উপদেষ্টা কমিটির রূপরেখা ঃ**

কার্যনির্বাহী কমিটি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উৎসাহী দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সমন্বয়ে অনুর্ধ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে পারবে।

ক) **উপদেষ্টা কমিটির মেয়াদকাল হবে ২ (দুই) বছর। কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হতে পারে।**

খ) **উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ সমিতির উন্নয়ন অগ্রগতি ও কল্যাণমূলক কাজে পরামর্শ দান এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।**

ধারা নং- ১২

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

১. সমিতির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায়/কর্মসূচী বাস্তবায়নে সম্পাদিত ব্যয় পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা ;

২. উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও সমিতির যে কোন বিশেষ কার্য সম্পাদনে সাব-কমিটি গঠন করা ;

CamScanner

৩. সভা করার দিন, তারিখ, সময়, স্থান, এবং আলোচ্যসূচী (এজেন্ডা) নির্ধারণ করা ;

৪. সমিতির সকল হিসাব নিকাশ, খরচের ভাউচার, ক্যাশ-বই লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা ;

৫. সমিতির প্রয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণ এবং দায়িত্ব বন্টর করা ;

৬. সমিতির বাজেট প্রণয়ন ও তার অনুমোদন প্রদান ;

৭. সাধারণ সভায় সমিতির বাৎসরিক কার্যবিবরণীর পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন (রিপোর্ট) পেশ ;

৮. সমিতির প্রয়োজন ও জনস্বার্থে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত ও অনুমোদনসহ এতোদ্দেশ্যে গঠিত সাব-কমিটিকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান।

৯. ধারা ৭ অনুযায়ী কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ ;

১০. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্যসহ অন্যান্য সকল ধরনের সদস্যের প্রাথমিক ভর্তি ফি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাৎসরিক চাঁদা নির্ধারণ করা।

ধারা নং ঃ ১৩

কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১) **সভাপতি ঃ**

সমিতির সভাপতি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি ও কর্তব্য পালন করবেন ;

ক) কার্যনির্বাহী কমিটির/সাধারণ কমিটির সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সাধারণ সম্পাদককে সভা আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করবেন ;

খ) সভায় কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত/ বাস্তবায়ন করতে পারবেন ;

গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যে কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে যদি সমান সংখ্যক ভোট পড়ে, তবে নিজ ক্ষমতাবলে তিনি একটি কাস্টিং ভোট প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করবেন ;

ঘ) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষান্তে যাবতীয় খরচের বিল, ভাউচারে প্রতিস্বাক্ষর করবেন ;

ঙ) সমিতির উন্নতি ও কল্যাণের পক্ষে সহায়ক বিষয়সমূহ কার্যনির্বাহী কমিটিকে জ্ঞাত করবেন ;

চ) কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা/সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে পারবেন ;

ছ) সমিতির জরুরী প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে খরচ করতে পারবেন।

২(ক) **সহ-সভাপতি -১ ঃ**

সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সকল কাজে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

২(খ) **সহ-সভাপতি -২ ঃ**

সহ-সভাপতি-১ এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহ-সভাপতি-১-এর সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সকল প্রকার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

CamScanner

২(গ) সহ-সভাপতি (মহিলা) -৩ ঃ

সহ-সভাপতি-১ ও ২ এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহ-সভাপতি-১ ও ২-এর সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সকল প্রকার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৩) কোষাধ্যক্ষ ঃ

সমিতির কোষাধ্যক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাদি ও কর্তব্য পালন করবেন ;

ক) সমিতির সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব ও তহবিল সংরক্ষণ করবেন ;

খ) সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে তিনি ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন ;

গ) সমিতির আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রণয়ন করে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন এবং উক্ত হিসাব যথারীতি নিরীক্ষার পর সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরে বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন;

ঘ) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাবের জন্য সমিতির সাধারণ কমিটির নিকট দায়ী থাকবেন ;

ঙ) মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে তার যথাযথ ব্যাখ্যা দিবেন ;

চ) সমিতির অর্জিত/অনুকুলে প্রদত্ত যে কোন অর্থ রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং তা গ্রহনের দিন অথবা অব্যবহিত পরের দিনই ব্যাংকে জমা দিবেন ;

ছ) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং বিগত বছরের অডিটকৃত হিসাব কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন ;

জ) সর্বোচ্চ নগদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হাতে রাখতে পারবেন ;

ঝ) সমিতির প্রয়োজনে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে খরচ করতে পারবেন।

৪) সাধারণ সম্পাদক ঃ

সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিম্নবর্ণিত কার্যাদি ও কর্তব্য পালন করবেন ;

ক. সমিতির যাবতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন ;

খ. সকল প্রকার বিল-ভাউচার, নগদ লেন-দেন, কাগজ-পত্র ইত্যাদি পরীক্ষা এবং অনুমোদনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিবেন ;

গ. সভাপতির পরামর্শক্রমে সকল ধরনের সভা আহ্বানের দিন, তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচী (এজেন্ডা) উল্লেখ করে নোটিশ জারীর ব্যবস্থা করবেন ;

ঘ. কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক জমা ও খরচের প্রস্তুতকৃত হিসাব যথাযথ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদনের কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন ;

CamScanner

ঙ. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ন্যস্ত যে কোন কর্তব্য সম্পাদন করবেন ;

চ. সমিতির সার্বিক উন্নয়নে সর্বদা কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্যের সাথে যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা এবং পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখবেন ;

ছ. প্রশাসন, প্রকল্প তৈরী, বাজেট তৈরী, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করবেন ;

জ. বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন ;

ঝ. অন্যান্য সদস্যের সাহায্যে চাঁদা ও অনুদান আদায়/ গ্রহণ করবেন ;

ঞ. সমিতির অত্যাবশ্যক কর্মসম্পাদনের প্রয়োজনে সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে খরচ করতে পারবেন।

৫ (ক) **যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ ঃ**

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদককে সকল প্রকার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৫ (খ) **যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-২ ঃ**

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-১ এর অনুপস্থিতিতে তিনি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারণ সম্পাদককে সকল প্রকার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৬) **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ**

ক) তিনি সংগঠনের বিস্তৃতি ও এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করার লক্ষ্যে সকল সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পাদন করবেন ;

খ) তিনি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা সাধারণ কমিটির সভায় পেশ করবেন।

৭) **দপ্তর সম্পাদক ঃ**

তিনি সমিতির সকল দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। সমিতির সভা আহুত হলে তিনি সকল সদস্যকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৮) **তথ্য প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক ঃ**

তিনি সমিতির এতদ্বিষয়ক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ভবিষ্যত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

১০) **প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ**

তিনি সমিতির এতদ্বিষয়ক উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সমিতির পক্ষে বছরে অন্ততঃ একটি স্মরণিকা এবং অন্যান্য জনসংযোগমূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম প্রচার এবং সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ নিবিড় করার ব্যবস্থা করবেন।

CamScanner

১১) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ

তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে কল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

১২) মুক্তিযুদ্ধ, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ঃ

তিনি রাজশাহী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবান্বিত ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরা, শহীদ, যুদ্ধাহত ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এছাড়াও তিনি রাজশাহী জেলার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ এবং বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

১৩) সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ঃ

তিনি রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ঢাকায় বসবাসকারী রাজশাহী জেলার মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যনির্বাহী কমিটিকে পরামর্শসহ মহিলা উন্নয়নবিষয়ক কার্যাবলী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন। এ ছাড়াও তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

১৪) নির্বাহী সদস্য ঃ

কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী সমিতির সকল দায়-দায়িত্ব সদস্যগণ পালন করবেন। তাঁরা কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা-১৪

সমন্বয়কারী কমিটি ঃ

রাজশাহী জেলা সমিতি কর্তৃক গৃহীতব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান/কর্মসূচী সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাজশাহী জেলার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, তথ্য আদান প্রদান ও সহযোগিতা গ্রহণের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি রাজশাহী শহরে প্রয়োজনবোধে ৫-৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করতে পারবে। সমন্বয় কমিটির মেয়াদকাল, রূপরেখা এবং কর্ম-পরিধি কার্যনির্বাহী কমিটি প্রণয়ন করবে।

ধারা-১৫

সভার নিয়মাবলী ঃ

ক) সাধারণ কমিটির সভা ঃ

সাধারণ কমিটির সভা বছরে অন্ততঃ ১ (এক)টি অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ দিনের নোটিশ এবং মোট সদস্য সংখ্যার ৩৪ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

১) জরুরী সাধারণ সভা ঃ

৩ (তিন) দিনের নোটিশে জরুরী সাধারণ কমিটির সভা আহ্বান করা যাবে। মোট সদস্য সংখ্যার ৩৪ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

২) বিশেষ সাধারণ সভা ঃ

যে কোন কারণে সাধারণ কমিটির সভা ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ আলোচ্যসূচী ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। বিশেষ আলোচ্যসূচীর উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে নোটিশ জারী করতে হবে। মোট সদস্য সংখ্যার ৩৪ শতাংশ (৩৪%) সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

CamScanner

খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ঃ

প্রতি ৩ (তিন) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) টি কার্যনির্বাহী কমিটির সভা করতে হবে। ৭ (সাত) দিন পূর্বে সভা অনুষ্ঠানের তারিখ, সময়, স্থান ও আলোচ্যসূচী উল্লেখপূর্বক নোটিশ জারী করতে হবে। মোট ২৩ (তেইশ) জন সদস্যের মধ্যে ৫১ শতাংশ (৫১%) সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরী সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে ডাকা যাবে। মোট সদস্যের ৫১ শতাংশ (৫১%) সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

গ) তলবী সভা ঃ

১। কমপক্ষে মোট সদস্যের ৫১ শতাংশ (৫১%) সদস্যের স্বাক্ষরে বিশেষ সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচী বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তলবী সভা আহ্বানের আবেদন সমিতির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করতে হবে।

২। সভাপতি তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১(একুশ) দিন পরে ১৫(পনেরো) দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তলবী সভা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ডাকতে হবে। মোট সদস্যের ৫১ শতাংশ (৫১%) সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম হবে। তবে সমিতির সভাপতিকে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সভা আহ্বান না করার বিষয়টি জানাতে হবে।

ঘ) কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় মূলতবী সভা ঃ

১। সাধারণ কমিটি সভার কোরাম {২৩ (খ) ধারা ব্যতীত} পূর্ণ না হওয়ার কারণে মূলতবী হলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সভানুষ্ঠানের জন্য মূলতবী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ মূলতবী সাধারণ সভাতেও যদি কোরাম পূর্ণ না হয় তবে যতজন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাঁদেরকে নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভার মতামত/সিদ্ধান্ত বৈধ বলে গণ্য হবে।

২। কার্যনির্বাহী কমিটির সভা পর পর দু'বার কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় মূলতবী হলে তৃতীয় বার মোট উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ধারা নং-১৬

সাধারাণ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

ক) সমিতির সকল ক্ষমতা সাধারণ কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। সমিতির স্বার্থে সাধারণ কমিটি যে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে ;

খ) এই সমিতির নিবন্ধিকরণের পর হতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা/অন্যান্য সভা অনুষ্ঠিত হবে ;

গ) সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি পর্যবেক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহী কমিটির বা অন্যান্য সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্ত তাঁর কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

ঘ) সাধারাণ কমিটির সভার কার্যক্রম থাকবে নিম্নরূপ ঃ

১। নাম ডাকার মাধ্যমে উপস্থিতি নিরুপণ ঃ

২। পূর্ববর্তী সাধারণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন করা ;

৩। সর্বপ্রকার প্রতিবেদন (রিপোর্ট) পেশ এবং আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

CamScanner

৪। উপবিধি সংশোধন (যদি থাকে) পরিবর্তন, নিরসন ইত্যাদি ;

৫। মূলতবী প্রস্তাব, বিবিধ ;

৬। যে কোন সভায় সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে বা তিনি সভাপতিত্বে করতে অস্বীকৃতি জানালে বা অপারগ হলে উপস্থিত সহ সভাপতিদের মধ্যে জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে উপস্থিত সদস্যদের যে কোন প্রস্তাব ও অন্য একজনের সমর্থনের মাধ্যমে সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা যাবে।

ধারা নং-১৭

নির্বাচন পদ্ধতি

ক) কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ দুই বছর উত্তীর্ণ হবার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বানপূর্বক নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে ;

খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সভার অনুমোদনক্রমে একজন নিরপক্ষে ও দক্ষ কর্মকর্তা/রাজশাহী জেলা সমিতির সদস্য (যিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না) এবং তাঁর নেতৃত্বে অত্র সমিতির দু'জন দক্ষ নিরপেক্ষ সদস্য (যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না)/কিংবা সমিতির বাহির হতে দু'জন দক্ষ ব্যক্তিসহ সর্বমোট ৩ (তিন) সদস্যের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এই নির্বাচন কমিশনে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন নির্বাচন কমিশনার থাকবেন ;

গ) সমিতি কর্তৃক ধার্যকৃত বকেয়া সম্পূর্ণ চাঁদা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বৈধ ভোটার তালিকা প্রকাশের পূর্বে পরিশোধপূর্বক সদস্যগণ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন। যিনি ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হবেন তিনিই নির্বাচনে ভোট দিতে বা প্রার্থী হতে পারবেন ;

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রাথমিক বৈধ সদস্যদের তালিকা (যা খসড়া ভোটার তালিকা হিসেবে বিবেচিত) প্রস্তুত করবে। উক্ত তালিকায় কোন আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তিপূর্বক কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ;

ঙ) চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিলের অন্যকর্ম-বিষয় (Programe-Item) হিসেবে প্রকাশিত হবে ;

চ) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয় সমিতির তহবিল ও মনোনয়ন ফরম বিক্রয় লব্ধ আয় হতে মিটানো হবে। নির্বাচন পূর্ব কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মনোনয়ন ফরমের মূল্য/দাম নির্ধারণ হবে ;

ছ) নির্বাচনে কোন প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হলে লটারির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন জয়-পরাজয় নির্ধারণ করবে;

জ) নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার দিন হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সকল দায়-দায়িত্ব নব গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে পূর্বের কার্যনির্বাহী কমিটি বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে ;

ঝ) নব-গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কমিটির অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

ঞ) কোন বিশেষ কারণে যদি নির্বাচন যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী আরও ০৩ (তিন) মাস দায়িত্ব পালন করতে পারবে। দৈব-দুর্বিপাকের বা উদ্ভুত বিশেষ অনিবার্য কারণে সাধারণ কমিটির সভা আহ্বান সম্ভব না হলে কার্যনির্বাহী কমিটির বিশেষ সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। নির্বাচনপূর্ব সাধারণ কামটির/কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় নির্বাচন বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে ;

CamScanner

ট) একই ব্যক্তি পরপর একই পদে দুই মেয়াদের বেশী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ; নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা নং-১৮

ভোটের প্রণালী ঃ

কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না। নির্বাচনের অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে গঠনতন্ত্রের আওতায় নির্বাচন কমিশনের গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা নং-১৯

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল ঃ

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে শপথ গ্রহণ ও প্রথম সভা অনুষ্ঠানের দিন হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছর।

ধারা নং-২০

সমিতির তহবিল ঃ

১) সাধারণ ঃ

ক) ব্যক্তি, দেশী/বিদেশী সংস্থাসমূহ, কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা ফাউন্ডেশন, দেশী-বিদেশী ব্যাংকের স্বেচ্ছাদান এবং সরকারের নিকট হতে অনুদান গ্রহণ করা যাবে ;

খ) আর্থিক বছর শেষে জমাকৃত তহবিলের অর্থ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না, শুধুমাত্র সংস্থার আদর্শ, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যয় করা যাবে ;

গ) এই তহবিলের অর্থ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণকার্য কিংবা সমিতির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন মামলা পরিচালনার জন্য ব্যয় করা যাবে। তাছাড়াও সমিতির স্বার্থে কিংবা উন্নয়নে যে কোন ধরনের কাজের প্রকৃত খরচ বা সেবার জন্য ব্যয়/দান করা যাবে।

২) শিক্ষা তহবিল ঃ

শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীগণকে বৃত্তি প্রদানের জন্য সংগৃহীত অর্থ (যাকাত, ফিতরার অর্থ কিংবা কোরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ) দ্বারা মুসলিম শিক্ষা তহবিল গঠিত হবে।

৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষা তহবিল ঃ

যে কোন ব্যক্তি নূন্যতম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমিতির অনুকুলে প্রদানপূর্বক এর মাধ্যমে নিজ অথবা অন্য কোন নামে বৃত্তিমূলক শিক্ষা তহবিল পরিচালনা/চালু করতে পারবেন।

ধারা নং-২১

আর্থিক লেনদেন/ব্যবস্থাপনা ঃ

(ক) সমিতির আর্থিক লেনদেনের জন্য সমিতির নামে যে কোন সিডিউল ব্যাংক/বেসরকারী ব্যাংকে সমিতির নামে সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খোলা যাবে।

(খ) সঞ্চয়ী/চলতি বা উভয় হিসাবই সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনের যৌথ স্বাক্ষরে খোলা হবে। এবং তাঁদের মধ্যে আবশ্যিকভাবে কোষাধ্যক্ষসহ অন্য দু'জনের মধ্যে যে কোন এক জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা করা যাবে ;

CamScanner

(গ) সমিতির নামে সংগৃহিত অর্থ ১৩ ধারার ৩ (জ) ব্যতীত অন্য কোন সদস্যের নিকট কোন অবস্থাতেই রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের হিসাবে জমা দিতে হবে ;

(ঘ) সমিতির তহবিল হতে টাকা প্রদান সমিতির ভাউচারের অথবা চেকের মাধ্যমে করতে হবে ;

(ঙ) দৈনন্দিন খরচ মেটানোর জন্য যথাযথ ভাউচার সংরক্ষণপূর্বক কোষাধ্যক্ষ/সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে মাসিক সর্বোচ্চ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা উত্তোলন করা যাবে। এতদপেক্ষা অধিকতর ব্যয় প্রয়োজন হলে সভাপতির অনুমোদনক্রমে মাসিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা কোষাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করতে পারবেন এবং এই ব্যয়ের জন্য নির্বাহী কমিটির প্রাক্ অনুমোদনের প্রয়োজন হবে ;

(চ) সমিতির খরচকৃত সকল অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত বিস্তারিত হিসাব পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হতে হবে ;

(ছ) বাৎসরিক সাধারণ কমিটির সভায় বিগত বছরের সমূদয় আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব পেশ করতে হবে ;

(জ) বিভিন্ন শিক্ষা তহবিলের টাকা সমিতির নির্ধারিত নিয়মাবলী ও শর্ত মোতাবেক রাজশাহী জেলার দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাহায্য বাবদ বৃত্তি মঞ্জুর করা যাবে। শিক্ষা তহবিলের টাকা শুধুমাত্র শিক্ষাখাত ছাড়া অন্য কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না ;

(ঝ) বিভিন্ন তহবিলের হিসাব পৃথক পৃথকভাবে রাখতে হবে এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন ছাড়া এক তহবিলের টাকা অন্য তহবিলে স্থানান্তর বা ব্যয় করা যাবে না ;

(ঞ) বিভিন্ন শিক্ষা তহবিল পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় সমিতির সাধারণ তহবিল হতে মিটানো হবে ;

(ট) সমিতির তহবিল বৃদ্ধিতে যে কোন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন কিংবা অনুষ্ঠান শেষে আয় ও ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে।

ধারা নং-২২

হিসাব নিরীক্ষা ঃ

ক) সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার নিমিত্ত কার্যনির্বাহী কমিটি হিসাব নিরীক্ষা ফার্ম নিযুক্ত করবে ;

খ) কোষাধ্যক্ষ অডিটকৃত হিসাব নিরীক্ষা ফার্মের রিপোর্টসহ অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটিতে দাখিল করবেন।

৩য় খন্ড ঃ

গঠনতন্ত্রের সংশোধন এবং সমিতি বাতিলকরণ।

ধারা নং-২৩

ক) গঠনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য সাধারণ কমিটির মোট সদস্যের ৫১ শতাংশ (৫১%) সদস্যের অনুমোদন গ্রহণের পর তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সংশোধনী কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

CamScanner

খ) সমিতি বাতিলকরণ ঃ

১) যে কোন সংগত কারণে সমিতি অবলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে উহার কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সাধারণ কমিটির মোট সদস্যের ৮০ শতাংশ (৮০%) সদস্যের উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির পর কার্যকর হবে।

২) সমিতি গুটিয়ে ফেলা বা ভেঙ্গে দেয়া হলে, ইহার যাবতীয় দায়-দেনা পরিশোধের পর যদি উহার কোন অর্থ/সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে উহা সমিতির সদস্যদেরকে দেয়া বা তাঁদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কিন্তু সমিতির সাধারণ সভায় স্থিরকৃত হলে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারের সম্মতিক্রমে সমিতি ভেঙ্গে দেয়ার সময় বা তৎপূর্বে এই অর্থ/সম্পদ সমিতির অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত রাজশাহী জেলার অন্য কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান/হস্তান্তর করা হবে।

ধারা নং- ২৪

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন "ভলান্টারি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এজিন্সির (রেজিস্ট্রিশন এন্ড কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১" (অধ্যাদেশ নং ৪৬)-এর আওতায় অথবা তৎপরবর্তী প্রণীত/প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংস্থার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। অন্যান্য কার্যক্রম নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

CS CamScanner